ওয়েস্ট বেঙ্গল মোশন পিকচার আর্টিস্টস্ ফোরাম

টেকনিশিয়ানস্ স্টুডিও, ৪নং বাবুরাম ঘোষ রোড, কোলকাতা-৪০

Regd. No. : 22893

বার্ষিক সাধারণ সভা

৮ই এপ্রিল, ২০১২

।। সম্পাদকের প্রতিবেদন ।।

চতুর্দশ বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত সকলকে হার্দিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। আগামী বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে সবার জন্য রইল শুভকামনা। সাধারণ সম্পাদক হিসেবে বিগত বছরের গৃহীত কর্মসূচীর সাফল্য ও ব্যর্থতার সামগ্রিক পর্যালোচনা, প্রতিবেদন আকারে আপনাদের কাছে পেশ করছি।

সংগঠনের সদস্য ও সদস্যারা আজ যথেষ্ট সুশৃঙ্খল ও পরিণত। শিল্পী, কলাকুশলী ও প্রযোজকদের একসূত্রে বেঁধে, চলচ্চিত্র ও ভিডিও শিল্পকে আরও উন্নতমানে পৌঁছে দিতে আর্টিস্টস্ ফোরাম বদ্ধপরিকর। বঞ্চনা ও অন্যায়ের প্রতিবাদে শিল্পীদের কণ্ঠস্বর আজ আরো বেশী প্রত্যয়ী, জোরদার। একে অপরের সুখ-দুঃখের সাথী হওয়ার, বিপদে পরস্পরের পাশে দাঁড়ানোর, একসাথে কাঁধে-কাঁধ মিলিয়ে আরও বড় লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার যে মানসিকতা থেকে ফোরামের সৃষ্টি, যাত্রা শুরু, সে যাত্রা আজও অব্যাহত। সংগঠনের সম্পাদক হিসেবে এই বৃহৎ কর্মকান্ডে আপনাদের সকলের ঐকান্তিক সহযোগিতাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আমরা বিগত বছরে আমাদের কয়েকজন প্রিয় শিল্পী বন্ধু ও গুণী কলাকুশলীকে হারিয়েছি, যারা আমাদের এই সংগঠনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁদের অভাব ও শূন্যতা আমরা সব্ সময় অনুভব করছি। কিংবদন্তী অভিনেত্রী শ্রীমতি ভারতী দেবী, স্বনামধন্য অভিনেতা শ্রী বিভূ ভট্টাচার্য্য এবং সম্প্রতি সুঅভিনেতা শ্রী অশোক মুখার্জী আমাদের ছেড়ে চিরতরে চলে গেছেন। আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁদের স্মরণ করি ও তাঁদের আত্মার শান্তি কামনা করি। সেই সঙ্গে গভীর সমবেদনা জানাই তাঁদের পরিবারকে।

এবার চলে আসি শিল্প সংক্রান্ত কিছু আলোচনায়।

বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পে এখন ছবি তৈরীর জোয়ার এসেছে। উন্নত মানের ছবি তৈরীর প্রবণতা বেড়েছে। ব্যবসায়িক সাফল্য লাভ করেছে বহু ছবি, যা আমাদের সকলের পক্ষেই উৎসাহজনক। চলচ্চিত্র নির্মাণের বিভিন্ন বিভাগে জাতীয় পুরস্কারের সংখ্যাই বাংলা ছবির সমৃদ্ধি প্রমাণ করে। এর সাথে দূরদর্শন ও বিভিন্ন বেসরকারী চ্যানেলগুলিতে সিরিয়াল, গেম্ ও রিয়ালিটি শো-গুলির রমরমা, আমাদের আরও সুদিনের পথ দেখাচ্ছে। দুর্ভাগ্যবশত কিছু চ্যানেল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বেশকিছু শিল্পী ও কলাকুশলী সংকটে পড়েছেন। আমরা সহানুভূতির সঙ্গেই তাদের পাশে আছি।

গতবছর আমাদের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার পর আমরা আমাদের শিল্পীদের কাজের সুবিধার জন্য একটি নিয়মাবলী তৈরী করি। সেই নিয়মাবলীটি প্রত্যেক প্রযোজক ও তাদের সংগঠনগুলির কাছে

পাঠিয়ে দিই। সমস্যার সমাধানে, প্রযোজকদের সঙ্গেও আলোচনা অব্যাহত। সেই নিয়মাবলীর অনেকগুলি শর্ত তারা মেনে নিলেও, কিছু কিছু শর্ত নিয়ে তাদের আপত্তি থাকায়, তাঁরা সেগুলি নিয়ে আমাদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন ও কিছু প্রস্তাব দেন।

তাঁদের প্রস্তাবগুলো আমাদের সাধারণ সভায় আজ আলোচনা হবে। সর্বসম্মতভাবে যা সিদ্ধান্ত আমরা নেব, তা পরবর্তীকালে প্রযোজকদের জানিয়ে দেওয়া হবে। বিষয়গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল,

১) পারিশ্রমিক প্রদানের সময়সীমা,
২) প্রতিদিনের কাজের সময়সীমা,
৩) অন্তর্দৃশ্যগ্রহণ ও বহিরদৃশ্যগ্রহণের সময়সীমা,
৪) নৈশাহার ও যাতায়াতের সুবন্দোবস্ত,
৫) অতিরিক্ত সহযোগীদের জন্য আহার ইত্যাদি।

সুবিধা অসুবিধা দু'পক্ষেরই আছে। সবদিক লক্ষ্য রেখে আলোচনা ও পর্যালোচনার মধ্যে দিয়েই সমস্যার সমাধান করা উচিৎ। যেহেতু বিগত বছরগুলোয় আমরা আমাদের সদস্য ও সদস্যাদের সহযোগিতায় অনেক ক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানে সক্ষম হয়েছি, আমার বিশ্বাস আমরা এবারেও পারবো। সকলকে এ বিষয়ে আরও বেশি সচেতন হতে হবে। আপনাদের মতামতের ওপর আমরা নির্ভরশীল।

আনন্দের সঙ্গে জানাই, দীর্ঘ আলোচনা ও সংগঠনের তরফ থেকে অদম্য উদ্যোগের ফলে আমরা ফেডারেশন্ অফ্ সিনে টেক্‌নিশিয়ান্স এ্যান্ড্ ওয়ারকার্স অফ্ ইস্টার্ণ ইন্ডিয়া, অল্ ইন্ডিয়া ফিল্ম এমপ্লয়িজ্ কনফেডারেশন, মুম্বাই এ্যান্ড ইউ. এন. আই (Affiliated to FCTWEI, AIFEC, Mumbai & UNI) -এর অন্তর্ভূক্ত হয়েছি। এর ফলে সংগঠনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে আমরা সর্বভারতীয়ভাবে একজোট হয়ে এক ছাতার তলায় দাঁড়াতে পারবো।

এই বার্ষিক সাধারণ সভায় আমি আরেকবার সকলকে তাঁদের সদস্যপদ নবীকরণের কথাটা মনে করিয়ে দিতে চাই। বহুকাল ধরে আমাদের কোন অর্থ-সংগ্রহের জন্য অনুষ্ঠান আয়োজন করা সম্ভব হয়ে উঠছেনা। সেই কারণে আমাদের কোষাগারে টান পড়েছে ও সংকট দেখা দিয়েছে। আপনাদের সচেতনতা আমাদের সেই সংকট থেকে উদ্ধার করতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস।

এই সভায় একটি কথা উল্লেখ করা দরকার, ১৭তম কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব-এর সমাপনে, ফোরাম সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে এবং সর্বস্তরে প্রশংসা পায়। সেটাও সম্ভব হয়েছে আমাদের সদস্য ও সদস্যাদের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতায়।

আরও একটি বিষয় উল্লেখের দাবী রাখে – আমাদের এক দিনের পারিশ্রমিক 'সিনেটেল'কে দিয়ে থাকি 'ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট'-এর সাহায্যার্থে। প্রত্যেক শিল্পীদের এই ব্যাপারে গুরুত্ব সহকারে মনোনিবেশ করার জন্য আহ্বান জানাই।

আমরা ফোরামের পক্ষ থেকে এ বছর ১২ জন প্রথিতযশা শিল্পীকে 'আজীবন সদস্যপদ' গ্রহণ করার আন্তরিক আবেদন জানিয়েছিলাম। তাঁরা এই আবেদনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিয়েছেন। তাই প্রাথমিকভাবে আজ আমরা এই স্বনামধন্য / স্বনামধন্যা শিল্পীদের হাতে শ্রদ্ধা কার্ড তুলে দেব, যার নাম 'গোল্ড কার্ড'। এই 'আজীবন সদস্যপদ' গ্রহণ করার ব্যাপারে তাঁরা পূর্ণসম্মতি জানিয়ে আমাদের সম্মানিত ও গর্বিত করেছেন। আমরা তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। আমাদের এই আন্তরিক উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে, 'ফোর্টিস হস্পিট্যালস্' সক্রিয় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁরা এই মহান শিল্পীদের, স্বাস্থ্যজনিত দরকারে কম মূল্যে চিকিৎসার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। আজ তাঁরা সেই সব স্বনামধন্য শিল্পীদের 'শ্রদ্ধা' কার্ড দিয়ে সম্মানিত করবেন। আমরা তাঁদের অভিনন্দন জানাই।

আরও একটি আনন্দ সংবাদ, যা আমরা সবাই জানি এবং গোটা দেশ জানে। আমাদের সভাপতি, শ্রদ্ধেয় শ্রী সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সম্প্রতি 'দাদাসাহেব ফালকে' পুরস্কারের প্রাপক ঘোষিত হয়েছেন। আমরা উচ্ছ্বসিত ও গর্বিত। ভারতীয় চলচ্চিত্রে তাঁর অবস্থান, তাঁর কীর্তি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে - এ প্রত্যয় আমাদের সকলের। আমাদের সংগঠনের তরফ থেকে তাঁকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জানাই।

ফোরাম ও অন্যান্য কার্য্যালয়ের সকলের জন্যই বহুদিন ধরে একটা শৌচালয়ের সমস্যা ছিল। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহায়তায় সেই সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়েছে। তাই, আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে।

ব্যক্তিস্বার্থ সংগঠনের সামগ্রিক স্বার্থেই নিহিত রয়েছে। তাই আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমাদের ফোরাম-কে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। যাঁরা আমাদের কর্মসূচী'র ব্যাপারে এখনো দ্বিধাগ্রস্থ, তাঁদের বলি – আসুন আমরা ভেদাভেদ, মনমালিন্য, অভিমান ভুলে হাতে হাত মিলিয়ে আমাদের শিল্পকে উজ্জ্বলতর করে বাঁচিয়ে রাখার সুমহান প্রয়াসে ব্রতী হই।

সবাই ভালো থাকবেন।

৮ই এপ্রিল, ২০১২
(২৫শে চৈত্র, ১৪১৮)
টেকনিশিয়ান্স স্টুডিও,
টালিগঞ্জ, কলকাতা-৭০০ ০৪০

ধন্যবাদান্তে-
বিনীত-
সব্যসাচী চক্রবর্তী
(সাধারণ সম্পাদক)